যায়যায়দিন

তারিখ 12 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

■ Dhaka ■ Saturday ■ 12 January 2008

ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনার পরিবেশ নিশ্চিত করা দরকার

রাজনৈতিক অস্থিরতাসহ বিভিন্ন কারণে গত বছর শিক্ষাঙ্গন উত্তপ্ত ছিল। পড়াশোনার পরিবেশ বিঘ্নিত হয়েছে বারবার। জরুরি অবস্থা জারি, ঢাকা ইউনিভার্সিটি এবং রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে সংঘটিত অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ইত্যাদি কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় নিয়মিত ক্লাস হয়নি এবং নির্ধারিত সময়ে কোনো পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। ফলে সেশন জট বেড়েছে এবং নানা ধরনের ভোগান্তির শিকার হয়েছে ছাত্রছাত্রীরা। শিক্ষাঙ্গনের এসব সমস্যা পুরোপুরি দূর হয়নি এখনো। তাই এ বছরও এভাবে মূল্যবান সময় নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়ে গেছে।

শিক্ষক-ছাত্রদের মুক্তিসহ আরো কিছু বিষয়ের দাবিতে সম্প্রতি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ছাত্ররা যে মানববন্ধন করেছে তাতে শিক্ষাঙ্গনের স্থিতিশীল পরিবেশ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে যা সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে।

দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকার পর ঢাকা ইউনিভার্সিটি খোলা হলেও মূল সমস্যার কোনো গ্রহণযোগ্য সমাধান হয়নি। ঢাকা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা জেলবন্দি ছাত্র-শিক্ষকদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়ে এ জরুরি অবস্থার মধ্যেও আন্দোলনে নেমেছেন। এজন্য তারা সরকারকে ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটামও দিয়েছেন। গতকালের যায়যায়দিনের একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, আজ শনিবারের মধ্যে বন্দিদের মুক্তি না দিলে রবিবার থেকে ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন করবে শিক্ষার্থীরা।

এদিকে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির পরিস্থিতিও উত্তপ্ত হয়েছে। ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষে প্রায় ৩০ জন আহত হওয়ার সংবাদ আমরা পেয়েছি। এভাবে চলতে থাকলে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ আরো অস্থিতিশীল হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু এর গ্রহণযোগ্য সমাধানেও সংশ্লিষ্টদের আন্তরিকতার কোনো প্রকাশ দেখা যাচ্ছে না।

সম্প্রতি শিক্ষা উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন অর্থনীতিবিদ ড. হোসেন জিল্লুর রহমান। তিনি বলেছেন, ঢাকা ইউনিভার্সিটির জেলবন্দি ছাত্র-শিক্ষকদের বিষয়ে তিনি অবশ্যই আলোচনা করবেন। তার এ মন্তব্যকে আমরা স্বাগত জানাই এবং সরকারের ইতিবাচক মনোভাবের স্মারক হিসেবে ভাবতে চাই। সেই সঙ্গে এটাও বলতে চাই, শুধু কথা চালাচালি করে এবং পুলিশি অ্যাকশন দেখিয়ে সব সমস্যার সমাধান করা যায় না।

ঢাকা ও রাজশাহী ইউনিভার্সিটির ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটুক এটা কেউই চাইবেন না। সে জন্য এ সমস্যাগুলোর আশু সমাধান করা দরকার। এ ক্ষেত্রে সরকার অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে এবং বাস্তবমুখী উদ্যোগ নেবে এটাই আমরা আশা করি।

শিক্ষাঙ্গনের সমস্যাগুলোকে ছোট করে দেখার অবকাশ নেই। মনে রাখতে হবে, বিভিন্ন আন্দোলনে ছাত্ররা অতীতে অনেক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৫২, ১৯৬৬, ১৯৬৯ এবং ১৯৯০-এর গণআন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে ছাত্ররা তাদের শক্তি-সামর্থ্যের প্রমাণ রেখেছে। সেই ছাত্র সমাজের প্রতি সহানুভূতি রেখে; ইউনিভার্সিটিগুলোতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে এনে, বর্তমান সমস্যাটির একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানে নতুন উপদেষ্টা পরিষদ তথা সরকার সমর্থ হবে এটাই সবার প্রত্যাশা।